4 JAN 2017
6 2

শিক্ষকদের এখন থেকে বদলি করবে না মন্ত্রণালয়

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এখন থেকে বদলি করবে না মন্ত্রণালয়। থানা শিক্ষা কর্মকর্তা থেকে শুরু করে মহাপরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তারাই কেবল এ কাজ করবেন। মঙ্গলবার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলি নির্দেশিকার দুটি ধারা স্থগিত করে আদেশ জারি করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর ফলে এ নিয়ম প্রবর্তন ঘটল।

২০১৫ সালের ৫ জুলাই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। মঙ্গলবার ওই নির্দেশিকারই ১.২ ও ২.৮ ধারা স্থগিত করে আদেশ জারি করা হয়। এ প্রসঙ্গে আদেশে বলা হয়- 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলি নির্দেশিকা-২০১৫' এর ১.২ এবং ২.৮ নির্দেশিকাটি পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হলো। নির্দেশিকার ১.২ ধারায় বলা হয়েছে- যুক্তিসঙ্গত কারণে ১.১ অনুচ্ছেদ বর্ণিত সময়ের মধ্যে বদলি সম্পন্ন করা না গেলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক যেকোনো সময়ের মধ্যে বদলি করতে পারবে। অপরদিকে ১.১ ধারায় বলা হয়েছে- সাধারণভাবে প্রতি শিক্ষা বছরের জানুয়ারি-মার্চের মধ্যে একই উপজেলা/থানা, আন্তঃউপজেলা/থানা, আন্তঃজেলা, আন্তঃসিটি কর্পোরেশন ও আন্তঃবিভাগ বদলি ■ পৃষ্ঠা : ৬ : কলাম ২

শিক্ষকদের এখন থেকে বদলি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করা যায়। আর ২.৮ ধারায় বলা হয়েছে- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে যেকোনো কারণে যেকোনো শিক্ষককে যেকোনো সময়ে বদলি করতে পারবে।

সাধারণত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বছরের প্রথম তিন মাস বদলি কার্যক্রম হয়। এজন্য গত কয়েক দিনে মন্ত্রীর সুপারিশ নিতে প্রার্থীরা ভিড় জমান মন্ত্রণালয়ে। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছে। সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করছেন, উল্লিখিত দুটি ধারার সুযোগ থাকায় গত বছর বদলি নিয়ে ব্যাপক বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠে মন্ত্রণালয়ের অসাধু কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। এমনকি মন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষ ব্যক্তির নিকটাত্মীয় ও ব্যক্তিগত স্টাফদের বিরুদ্ধেও বদলি বাণিজ্যের অভিযোগ শিক্ষকদের মুখে মুখে। এ নিয়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুর্নাম গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। আরও অভিযোগ আছে- ক্ষমতা থাকায় প্রায় সারাবছরই 'গুপছি' বদলি হয়েছে মন্ত্রণালয় থেকে। বদলিসহ বিভিন্ন আদেশের তথ্য অন্যান্য মন্ত্রণালয় অনলাইনে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু এ মন্ত্রণালয় শিক্ষক বদলির তথ্য প্রকাশ করেনি। ফলে বদলি নিয়ে জাল আদেশ জারির মতো ঘটনাও আছে। সম্প্রতি এ ঘটনায় দুইজন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থানীয় একাধিক কর্মকর্তা বলেছেন, এমন পরিস্থিতির কারণে বদলিতে মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা নিজেই আপাতত স্থগিত করল। বদলির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আদেশে আরও বলা হয়েছে- নির্দেশিকার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য নির্দেশনার আলোকে একই উপজেলা/থানা, আন্তঃবিদ্যালয়, আন্তঃউপজেলা/আন্তঃথানা, আন্তঃজেলা, আন্তঃসিটি কর্পোরেশন এবং আন্তঃবিভাগ বদলি অধিক্ষেত্র অনুযায়ী সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে এতে হুশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে- 'বদলি সম্পাদনের ফলোআপ আদেশ জারির সাত দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। বদলির প্রক্রিয়ায় কোনো ব্যত্যয় ঘটলে অধিক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন এবং বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'